দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

হরতাল-অবরোধে সেশনজটের কবলে শাবি শিক্ষার্থীরা

■ শাবি সংবাদদাতা

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) সেশনজটের কবলে পড়েছে। টানা হরতাল আর অবরোধের কারণে ক্লাস ও পরীক্ষা না হওয়ায় এই সেশনজট দেখা দিয়েছে। জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টারের পরীক্ষা নিতে পারেনি বিভাগগুলো। অনেক বিভাগ ক্লাসই শুরু পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

হরতাল-অবরোধে

২০ পৃষ্ঠার পর

করতে পারেনি জুলাই-ডিসেম্বর সেমিস্টারের।

২০১৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে যারা অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষকদের খাতা দেখার অবহেলার কারণে এক বছর পেরিয়ে গেলেও নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, লোক প্রশাসনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। ওই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এক বছরের সেশনজটে পড়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৯ হাজার শিক্ষার্থীর ৬ মাস শিক্ষাজীবন থেকে এরই মধ্যে চলে গিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগের কোন বিভাগই ক্লাস পরীক্ষা নিতে না পারায় সকল বিভাগেই সেশনজট দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বর্তমানে মাস্টার্স শেষ হওয়ার কথা থাকলেও অনেক বিভাগ অনার্সের ফল প্রকাশই করতে পারেনি। ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের এখন অনার্স শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সেশনজটের কারণে তারা ৪র্থ বর্ষ ২য় সেমিস্টার শুরু করতে পারেনি। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা বর্তমানে ৪র্থ বর্ষে থাকার কথা। কিন্তু তারা মাত্র ৩য় বর্ষ ১ম সেমিস্টার শেষ করেছে। চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে তারা ৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার শুরুই করতে পারেনি। তেমনি ভাবে ২০১১-১২ সেশনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা এখন ৩য় বর্ষে অধ্যয়ন করার কথা। কিন্তু ওই সব শিক্ষার্থী এখন ২য় বর্ষ ২য় সেমিস্টার শুরুর অপেক্ষায় রয়েছে।

জানা যায়, ২০০৬ সাল পর্যন্ত শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকায় ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে সেশনজট কমতে শুরু করে। ২০০৭ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত শাবিতে সেশনজট ছিল না। কিন্তু দশম সংসদ নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসতে শুরু করে, তখন থেকে দেশে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে থাকে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে পাল্লা দিয়ে ক্লাস পরীক্ষা নিতে না পারায় শাবিতে সেশনজট বাড়তে থাকে। জানুয়ারি মাসে বিভাগগুলো ক্লাস শুরু করতে না পারলে এক বছরের সেশনজটে পড়ার আশংকা করছে শিক্ষার্থীরা।